

হাসপাতালে আহতরা কেমন আছেন, তাদের কথা : 'এই বালা মানুষটারে মোল্লা গোষ্ঠীরা মাইরা ফালাইছে'

বাপ্পা ঘোষ চৌধুরী
সিলেট

হবিগঞ্জের বৈদ্যর বাজারে ঈদ পুনর্মিলনী উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় উপস্থিত অধিকাংশ মানুষই ছিল খেটে খাওয়া দিনমজুর। কেউ রিকশাচালক, কেউ কৃষক, কেউবা স্থানীয় বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। গত বৃহস্পতিবারের জনসভায় তারা তাদের প্রিয় নেতা শাহ এ এম এস কিবরিয়ার কথা শুনতে এসেছিলেন। জীবনের শেষ জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাহ এ এম এস কিবরিয়া বলেছিলেন বর্তমানে সরকারের ব্যর্থতার কথা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা। ঘাতকের নিষ্কিণ্ত গ্রেনেড তার জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ায় এলাকার মানুষ প্রিয় নেতার কথা আর শুনবে না, তার সঙ্গ আর কোনোদিনই পাবে না। কিবরিয়ার শূন্যতা আর কোনোদিনই পূরণ হওয়ার নয়। গ্রেনেডের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মানুষজন নিজেদের যন্ত্রণার কথা ভুলে বারবার সে কথাই বলছেন। পায়ে স্প্লিন্টারের আঘাত লেগেছে বনদক্ষিণ গ্রামের মোঃ রিপন মিয়া, বনগাঁও গ্রামের দিনমজুর রহমত আলী ও রিকশা শ্রমিক শমসেরউদ্দিনের। হাসপাতালের মেঝেতে শুয়ে শুয়ে তারা জানালেন সভার কথা। এমপি সাহেবের বক্তৃতা শুনতে আইছিলাম বলেন শমসেরউদ্দিন। সুখর গ্রামের মোঃ মোস্তফাও শরীরে স্প্লিন্টার নিয়ে হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন। তিনি বলেন, 'আমি বাজারে মালামাল বিক্রি করতে আসি বিকালে। কিবরিয়া সাহেবের বক্তৃতা শুনতে স্কুল মাঠে গিয়েছিলাম।' স্থানীয় শাহজালাল উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র বনগাঁও গ্রামের মোঃ শাহজাহান মিয়ার ছেলে মোঃ খেলু মিয়া ও সুখর গ্রামের ফিরোজ আলীর শিশুপুত্র রুহুল আমিন (৮) গ্রেনেড হামলায় আহত হন। তারা কিবরিয়াকে দেখতে এসে আহত হন। সুখর গ্রামের সন্তরোধর্ষ আলতাব আলী পেশায় দিনমজুর। পাশের গ্রাম বনগাঁওয়ের আপন ভাগ্নে আব্দুর রহিমের (৩৪) সঙ্গে সভায় এসেছিলেন। গ্রেনেডের আঘাত ভাগ্নে মারা গেলেও সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান তিনি। তবে সারা শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাতে লেগেছে। জানালেন, 'এমপি সাব মিটিঙে জিনিসপত্রের বেশি দামের কথা কইছুইন, কইছুইন ঘুষ-দুর্নীতির কথা'। আহত বনগাঁও গ্রামের কবির হোসেন জানান, 'কিবরিয়া সাব এই জেলার লাইগ্যা যা করছইন তা আর কোন মাইনষে করছইন না।'

গ্রেনেডের আঘাতে আহত হন বনগাঁও গ্রামের দিনমজুর ইদ্রিস মিয়া, জসিমউদ্দিন আহমদ, হেলাল মিয়া, আব্দুল রেজাক, মোঃ ফিরোজ আলী, ছমেদ আলী, মোঃ শুকুর

আলী, ইরফান আলী, নুরুল হক, আবুল হোসেন, সুখর গ্রামের দিনমজুর আব্দুর রউফ, খুর্শেদ আলী ও হাতির খান গ্রামের আলী হোসেনের সারা শরীরেই স্প্লিন্টানের আঘাত লেগেছে। তারা দুজনই যন্ত্রণায় কথা বলতে পারছিলেন না। আব্দুর রউফের বোন মায়া বলেন, 'আমরা গরিবেরে ভাই, আল্লাহ কেন যে আমাদের এই লাখান শাস্তি দেয়?' দিনমজুর উসমান, মুখলিছুর রহমান এবং নজরুল ইসলাম বললেন, 'এমপি সাবতো আমরার কতা কইছইন, জিনিসের দাম বাইরা যাওয়ার কথা কইছলা কিন্তু মোল্লা গোষ্ঠীরা এই বালা মানুষটারে মাইরা ফালাইছে।'

উৎসঃ ভোরের কাগজ জানুয়ারী ৩০, ২০০৫